

6.9 সহজাত ধারণা—লাইবনিজ [Innate Idea—Leibniz]

“এই প্রশ্ন ওঠে যে, আত্মা কি নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ শূন্য, যেন একটি লেখার কাগজের মতো যার ওপর কিছু এখনও লেখা হয়নি (tabula rasa), এটি হল অ্যারিস্টটলের এবং Essays গ্রন্থের রচয়িতার (অর্থাৎ লকের) বক্তব্য, এবং যা কিছু এর ওপর লেখা আছে তা কি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গুলি এবং অভিজ্ঞতা থেকে আসে; অথবা এমন কি যে আত্মার সূচনাপর্বেই কিছু প্রত্যয় ও মতবাদের সূত্র রয়েছে যেগুলি কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে বাহ্য দ্রব্যের দ্বারা জেগে ওঠে, যে মত আমি প্লেটোর সঙ্গে পোষণ করি.....।”^{1]}

লাইবনিজ প্রশ্ন তুলেছেন যে, সকল সত্যই কি অভিজ্ঞতা নির্ভর, অর্থাৎ আরোহ এবং দৃষ্টান্তসমূহের ওপর নির্ভর, অথবা এমন কিছু সত্য আছে যাদের পৃথক ভিত্তি রয়েছে। যদি কোনো পরীক্ষা করার আগেই কতকগুলি ঘটনাকে আগাম জানা যায়, তাহলে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে যে, আমরা আমাদের নিজের কিছুকে ওই জানায় যুক্ত করি। যদিও ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আমাদের কাছে আবশ্যিক, তথাপি এগুলি সম্পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি কেবল দৃষ্টান্ত (বিশেষ বিষয়) সংগ্রহ করে। যার মাধ্যমে সার্বিক আবশ্যিকতা পাওয়া যায় না, আমার যা ঘটেছে তার ভিত্তিতে যা একইভাবে ঘটবে এমন বলতে পারি না।

লাইবনিজ মনে করেন যে, বিশুদ্ধ গণিতে, বিশেষ করে পাটিগণিত এবং জ্যামিতিতে, এমন সূত্রগুলি উপস্থিত থাকে যাদের প্রমাণ দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করে না। যদিও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া ওই বিষয়গুলি চিন্তা করার কথা মাথায় আসত না, তথাপি ইন্দ্রিয় প্রমাণের ওপর এগুলি নির্ভর করে না। লাইবনিজ মনে করেন যে, ইউক্লিড ওই বিষয়টি এত ভালোভাবে বুঝেছিলেন যাতে অভিজ্ঞতা এবং ইন্দ্রিয়-ছবি (sense-image) থেকে যা প্রমাণিত হয় তাকেও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যাতেও এই ধরনের অনেক সত্য আছে। ফলত এই সকল সত্যের যুক্তিসম্মত প্রমাণ সেই সকল অভ্যন্তরীণ সূত্রসমূহ থেকে আসতে পারে যাদের সহজাত বলা হয়। লাইবনিজ বলেন, “সেই ধারণাগুলি এবং সত্যসমূহ আমাদের মধ্যে সহজাত, যেমন স্বাভাবিক ঝাঁক, প্রবণতাসমূহ, অভ্যাস বা শক্তি তবে তা ক্রিয়াকলাপ হিসেবে নয়, যদিও এই শক্তিগুলি সর্বদা এদের অনুরূপ কোনো ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে যেগুলি প্রায়শই প্রত্যক্ষযোগ্য নয়”^{2]}

লাইবনিজ মনাদগুলিকে গবাক্ষবিহীন বলেছিলেন; মনাদগুলি পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না, সব কিছুই পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মে চালিত—এই বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে, লাইবনিজের কাছে সকল ধারণাই সহজাত। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে তিনি বিশেষ অর্থে সহজাত ধারণার কথা বলেছেন, যার ফলে বলা যাবে যে কিছু কিছু ধারণা এবং সত্য হল সহজাত। যেমন ‘মিষ্ট নয় তেতো’ এই বচনটি সহজাত নয়, বা সহজাত সত্য নয়। কারণ মিষ্ট এবং তিস্ত অনুভব বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে আসে। এমন বলা হয়নি যে মিষ্ট এবং

1. “There is the question whether the soul, in itself, is entirely empty, like a writing-tablet on which nothing has yet been written (tabula rasa), (which is the opinion of Aristotle and of the author of the Essay), and whether everything that is inscribed upon it comes solely from the senses and experience; or whether the soul originally contains the principles of several notions and doctrines, which are merely aroused on certain occasions by external objects, as I hold along with Plato.....” (New Essays, translated by R. Latta, P-360).
2. “It is thus that ideas and truths are innate in us, as natural inclinations, dispositions, habits or powers, and not as activities, although these powers are always accompanied by some activities, often imperceptible, which correspond to them” (Ibid, P-367).

innate)। এ কথার অর্থ নয় যে, মন কতকগুলি ধারণাকে গঠন করার এবং তারপর সেগুলির সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ করার শক্তি রাখে। কারণ বিরোধীরাও এই বক্তব্য মানবে। ওই কথার মধ্যে একটি বাড়তি অর্থ আছে, যা হল নিজের মধ্যে ধারণা খুঁজে নেওয়ার শক্তি মনের আছে। কাজেই লকের বক্তব্য 'আত্মার মধ্যে এমন কিছু নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের কাছে ছিল না', এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'কেবলমাত্র আত্মা এবং তার অনুভবগুলি ছাড়া' ('except the soul it self and its affections')।

7. লাইবনিজ্ মনে করেন যে, স্বাভাবিক ঝাঁক, প্রবণতা, অভ্যাস অথবা শক্তির মতোই সহজাত ধারণা আমাদের মধ্যে থাকে। তাই লকের মতো মনকে প্রথম পর্যায়ে 'tabula rasa' বলবেন না। মন মসৃণ মার্বেলের মতো নয়, শিরা যুক্ত মার্বেলের মতো। শিলাযুক্ত মার্বেলে হারকিউলিসের মূর্তি প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থাকে। তবে তাকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পীর পরিশ্রম প্রয়োজন। ঈশ্বরের ধারণাও আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, কেবলমাত্র বুদ্ধির ক্রিয়াই তাকে প্রকাশ করতে পারে।

